বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশন
BANGLADESH BASKETBALL FEDERATION

ধানমন্ডি বাস্কেটবল জিমন্যাশিয়াম
রোড নং-১৩/এ(নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯

গঠনতন্ত্র (CONSTITUTION)

সূচী

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
ধারা ০১।	শিরোনাম ও এলাকা	০২
ধারা ০২।	সংজ্ঞা	০২
ধারা ০৩।	পতাকা ও প্রতীক	০৩
ধারা ০৪।	সদর দপ্তর	০৩
ধারা ০৫।	উদ্দেশ্য, কার্যক্রম ও দায়িত্ব	০৩
ধারা ০৬।	এফিলিয়েটেড সংস্থা/সংগঠন সমূহ	০৪
ধারা ০৭।	সাধারণ পরিষদের গঠন	০৫
ধারা ০৮।	সাধারণ পরিষদ ও কার্য নির্বাহী কমিটির মেয়াদকাল	০৮
ধারা ০৯।	কার্য নির্বাহী কমিটি	০৮
ধারা ১০।	হিসাব নিরীক্ষা পদ্ধতি	১১
ধারা ১১।	তহবিল সংগ্রহ ও পরিচালনা	১১
ধারা ১২।	অর্থ বছর ও কার্যকাল	১২
ধারা ১৩।	নির্বাচন	১২
ধারা ১৪।	কল্যাণ তহবিল	১৩
ধারা ১৫।	খেলোয়াড় নিবন্ধীকরণ	১৩
ধারা ১৬।	বিধি ও উপবিধি	১৩
ধারা ১৭।	গঠনতন্ত্র সংশোধন	১৩
ধারা ১৮।	আরবিট্রেশন	১৪
ধারা ১৯।	গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা	১৪
ধারা ২০।		১৪

বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশন

BANGLADESH BASKETBALL FEDERATION

ধানমন্ডি বাস্কেটবল জিমন্যাশিয়াম

ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯

গঠনতন্ত্র (CONSTITUTION)

ধারা - ১

শিরোনাম ও এলাকা ঃ

এই সংগঠন বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশন, সংক্ষেপে **বিবিএফ** নামে অভিহিত হবে। সমগ্র বাংলাদেশে বাস্কেটবল খেলার কার্যক্রম এই ফেডারেশনের আওতাধীন থাকবে।

ধারা - ২

সংজ্ঞা ঃ

(ক) বিশেষভাবে উল্লেখিত না হলে এই গঠণতন্ত্রে বর্ণিত "ফেডারেশন" বলতে "বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশন"কে বুঝাবে।

(খ) "গঠনতন্ত্র" বলতে বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের এই গঠণতন্ত্রকে বুঝাবে।

(গ) "জেলা/উপজেলা/থানা/বিভাগ" প্রভৃতি দ্বারা প্রশাসনিক জেলা/উপজেলা/ থানা/বিভাগকে বুঝাবে।

(ঘ) "অঞ্চল" বলতে বিবিএফ কর্তৃক নির্ধারিত এলাকা বুঝাবে।

(ঙ) "সদস্য সংস্থা" বলতে বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের সঙ্গে এফিলিয়েটেড বাস্কেটবল সংস্থা সমূহ বুঝাবে।

(চ) "সাধারণ পরিষদ" বলতে "বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ"কে বুঝাবে।

(ছ) "কার্য নির্বাহী কমিটি" বলতে "বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের কার্য নির্বাহী কমিটি "কে বুঝাবে।

(জ) "বাস্কেটবল" বলতে "ফিবা" অনুমোদিত নিয়মানুযায়ী (বিবিএফ কর্তৃক গৃহীত) পরিচালিত বাস্কেটবল খেলাকে বুঝাবে।

(ঝ) "বিধি/উপ-বিধি" বলতে বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশন প্রণীত অথবা অনুমোদিত বাস্কেটবল খেলা/সংগঠন ও পরিচালনার আইন-কানুনকে বুঝাবে।

(ঞ) "ফিবা (FIBA)" বলতে FEDERATION INTERNATIONALE DE BASKETBALL ASSOCIATION, "FIBA-ASIA" বলতে FEDERATION INTERNATIONAL DE BASKETBALL ASSOCIATION-ASIA এবং "SABA" বলতে SOUTH ASIAN BASKETBALL ASSOCIATION কে বুঝাবে।

ধারা - ৩

পতাকা ও প্রতীক ঃ

বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের নিজস্ব পতাকা ও প্রতীক থাকবে যা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

ধারা - ৪

সদর দপ্তর ঃ

বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত হবে ।

ধারা - ৫

উদ্দেশ্য, কার্যক্রম ও দায়িত্ব ঃ

বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম ও দায়িত্ব নিম্মরূপ হবে ঃ

০১. সমগ্র বাংলাদেশে বাস্কেটবল খেলার প্রসার, উন্নয়ন, তত্ত্বাবধায়ন ও সমন্বয় সাধন ।

০২. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাস্কেটবল সংস্থা সমূহের স্বীকৃতি অর্জন ও সম্পর্ক উন্নয়ন ।

০৩. জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও অন্যান্য বাস্কেটবল সংস্থাকে স্বীকৃতি প্রদান ও কার্যক্রম পরিচালনায় পরামর্শ দান ও তত্ত্বাবধায়ন।

০৪. বাস্কেটবল প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা ও কার্যক্রম তৈরী ।

০৫. বাংলাদেশের বাস্কেটবলের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

০৬. জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা, জাতীয় লীগ, স্থানীয় লীগ,স্কুল প্রতিযোগিতা, মহিলা বাস্কেটবল, চ্যারিটি ম্যাচ ও প্রদর্শনী খেলা ইত্যাদি আয়োজন।

০৭. আন্তর্জাতিক বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা ও টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ জাতীয় দলের অংশ গ্রহনের ব্যবস্থা করণ।

০৭. আর্থিক সঙ্গতিহীন খ্যাতনামা বাস্কেটবল সংগঠক/খেলোয়াড়/ কর্মকর্তা/কর্মচারী ও রেফারীদের কল্যাণ সাধন।

০৮. নিবন্ধীকৃত বাস্কেটবল সংস্থা/সংগঠন সমূহকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান।

০৯. বাস্কেটবলের উপর পুস্তক, পত্রিকা, স্বরণিকা ইত্যাদি প্রকাশ ও গ্রন্থাগার স্থাপন এবং অডিও/ভিডিওসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স মাধ্যমের সুযোগ সৃষ্টি করা।

১০. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাস্কেটবলের উপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা ইত্যাদির আয়োজন করা ।

১১. বাস্কেটবল সংস্থা/সংগঠন/কর্মকর্তা/প্রশিক্ষক/রেফারী/খেলোয়াড়দের মধ্যে শৃঙ্খলা ভঙ্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন।

১২. প্রশংসনীয় কাজের জন্য সংস্থা, সংগঠন, কর্মকর্তা, খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক ও রেফারীদের পুরস্কার প্রদান।

১৩. বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন এবং তাদের কার্য পরিধি সুনির্দিষ্ট করে দেয়া এবং বিধিমালা প্রনয়ণ করা ।

১৪. উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক অন্যান্য কার্যাবলী সমাপন এবং এতদুদ্দেশ্যে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের সহিত যোগাযোগ রক্ষা ও সম্পর্ক উন্নয়ন করা ।

১৫. বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশন বাংলাদেশে বাস্কেটবলের মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে নিজস্ব কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশব্যাপী বাস্কেটবল প্রতিভা অণেষণ ও তাদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন।

১৬. রেফারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের (দেশে/বিদেশে) ব্যবস্থা করা ও সনদ প্রদান করা,নতুন রেফারী তৈরী করা এবং রেফারী সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধায়ন করা ।

১৭. প্রশিক্ষকদের (দেশে/বিদেশে) প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও সনদ পত্র প্রদান করা ও সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন করা।

ধারা - ৬

এফিলিয়েটেড সংস্থা ও সংগঠন সমূহ ঃ

০১। সকল বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা।
০২। সকল জেলা ক্রীড়া সংস্থা।
০৩। সেনা বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
০৪। বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
০৫। নৌ বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
০৬। বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
০৭। বাংলাদেশ রাইফেলস ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
০৮। বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
০৯। প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়।
১০। প্রতিটি শিক্ষা বোর্ড।
১১। জাতীয় মহিলা বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহনকারী প্রতিটি সংস্থা।
১২। বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)।

ক) *এফিলিয়েশন পদ্ধতি ও ফি* ঃ

১। বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের অনুসৃত নীতিমালা অনুযায়ী সমগ্র দেশে বাস্কেটবলের প্রসার এবং উন্নয়নে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে মূল্যবান অবদান রক্ষাকারী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা বোর্ড, কৃর্তপক্ষ ও সংগঠন **বিবিএফ** এর সাথে এফিলিয়েটেড হওয়ার আবেদন করতে পারবে। আবেদন বিবিএফ এর নীতিমালা অনুযায়ী করতে হবে।

২। ফেডারেশনের অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি সদস্য সংস্থাকে ফেডারেশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে বাৎসরিক এফিলিয়েশন ফি প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় সদস্য পদ বাতিল হয়ে যাবে। সদস্য পদ পূর্নবহালের জন্য বকেয়া এফিলিয়েশন ফি এর সাথে কার্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত পূনর্বহাল ফি পরিশোধ করে আবেদন করতে হবে। যে কোন কারণে সদস্যপদ বাতিল হলে পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের কোন কার্যক্রমে অংশ গ্রহন করতে পারবে না ।

ধারা - ৭

সাধারণ পরিষদের গঠন ঃ

ফেডারেশনের সর্বময় ক্ষমতা সাধারণ পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকবে। সাধারণ পরিষদ নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হবে ঃ-

ক) নির্বাচনের পূর্ববর্তী ৪(চার) বৎসরে জাতীয় পর্যায়ের বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় নূন্যতম একবার অংশ গ্রহণ সাপেক্ষে নিম্ন বর্ণিত সংস্থা হতে ১(এক) জন করে প্রতিনিধি।

১. প্রতিটি বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা।
২. প্রতিটি জেলা ক্রীড়া সংস্থা।
৩. সেনা বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
৪. নৌ বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
৫. বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
৬. পুলিশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
৭. রাইফেলস ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ।
৮. আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
৯. প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়।
১০. প্রতিটি শিক্ষা বোর্ড।
১১. যে সকল জেলা জাতীয় পর্যায়ের খেলায় অংশ গ্রহণ করে নাই অথচ সেই জেলায় নির্বাচনের পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বছরে নূন্যতম একবার বাস্কেটবল লীগ অনুষ্ঠিত হলে ১ (এক) জন করে প্রতিনিধি।
১২. বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ২ (দুই) জন প্রতিনিধি।
১৩. জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদ ও সংগঠকদের মধ্যে হতে মনোনীত ০৫ (পাঁচ) জন প্রতিনিধি।

১৪. ফেডারেশনের সর্বশেষ নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে সাধারণ পরিষদের সদস্য মনোনীত হবেন।

১৫. ফিবা/ফিবা-এশিয়ার সেন্ট্রাল বোর্ডের সদস্য অথবা ফিবা-এশিয়ার নির্বাহী কমিটির যে কোন স্থায়ী বাংলাদেশের প্রতিনিধি থাকলে তিনি তাঁর কার্যকাল সময় পর্যন্ত সাধারণ পরিষদের সদস্য থাকবেন।

১৬. নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে সর্বশেষ সমাপ্ত লীগ টেবিলের অবস্থান অনুযায়ী ঢাকা মহানগরী সিনিয়র ডিভিশন/প্রথম বিভাগ বাস্কেটবল লীগের প্রতিটি ক্লাবের জন্য ০১ (এক) জন করে প্রতিনিধি।

১৭. নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে সর্বশেষ সমাপ্ত ঢাকা মহানগরী লীগ টেবিলের অবস্থান অনুযায়ী দ্বিতীয় বিভাগ বাস্কেটবল লীগের ক্রমিকানুসারে প্রথম ৮(আট) টি ক্লাবের ০১ (এক) জন করে প্রতিনিধি।

১৮. নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে সর্বশেষ সমাপ্ত ঢাকা মহানগরী লীগ টেবিলের অবস্থান অনুযায়ী মহিলা বাস্কেটবল লীগের ক্রমিকানুসারে প্রথম ০৫ (পাঁচ) টি দলের ০১ (এক) জন করে প্রতিনিধি।

১৯. মৃত ব্যতীত সাধারণ পরিষদের মনোনয়ন পরিবর্তন করা যাবে না। বিশেষ কোন অবস্থার সৃষ্টি হলে, সে ক্ষেত্রে উহা নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করতে হবে।

২০. বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) হতে ০১ (এক) জন প্রতিনিধি।

২১. বাস্কেটবল রেফারী এসোসিয়েশন এর ০১ (এক) জন প্রতিনিধি।

২২. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি (যদি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সমন্বয়কারী সংস্থা থাকে)।

২৩. বাস্কেটবলে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ও একুশে পদকপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ/সংগঠক সরাসরি সাধারণ পরিষদের সদস্য হবেন।

খ) *সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী* ঃ

১. কার্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্রের সংশোধনী বিবেচনা ও অনুমোদন দান।

২. সভাপতি ব্যতীত কার্য নির্বাহী কমিটির সকল পদের নির্বাচন।

৩. সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক রিপোর্ট বিবেচনা ও অনুমোদন দান।

৪. বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব ও ব্যালেন্স-শীট পরীক্ষা ও অনুমোদন দান।

৫. অডিটর নিয়োগ ও সম্মানী নির্ধারণ।

৬. ফেডারেশনের বার্ষিক বাজেট অনুমোদন।

৭. কার্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ফেডারেশনের নতুন সদস্য ভুক্তির আবেদন অনুমোদন।

৮. ফেডারেশনের আর্দশ ও উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক যে কোন পদক্ষেপ গ্রহনের বিষয় বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

গ) সাধারণ সভা ঃ

১. সাধারণ পরিষদের সময়সীমার মধ্যে কার্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অন্তত: ০২(দুই)টি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ সভার জন্য নির্ধারিত দিনের অন্তত: ৩০ (ত্রিশ) দিন আগে সকল সদস্যের ঠিকানায় পত্র পাঠিয়ে সাধারণ সম্পাদক এ সভা আহব্বান করবেন।

২. সাধারণ পরিষদের মেয়াদকাল শেষে অথবা নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং নির্ধারিত স্থান ও সময়ে ফেডারেশনের সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৩. প্রয়োজনে বিশেষ সাধারণ সভা আহব্বান করা যাবে। এ ক্ষেত্রে ১৫ (পনের) দিনের সময় দিয়ে নোটিশ জারী করা যাইবে।

ঘ) তলবি সভা ঃ

সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত অনুরোধে সভাপতি তলবি সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন। যুক্তিযুক্ত কারণ থাকলে সভা আহব্বানে সাধারণ পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে তলবি সভা আহব্বান করা যাবে।

ঙ) মুলতবি সভা ঃ

কোন সভা মুলতবি হলে তা পুনরায় আহব্বান করতে কোন সময় অথবা কোরামের প্রয়োজন হবে না।

চ) *আলোচ্য সূচী* ঃ

বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্য সূচীতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে ঃ-

১. পূর্ববর্তী সাধারণ সভা অথবা বিশেষ সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

২. সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন বিবেচনা ও অনুমোদন।

৩. কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত পূর্ববর্তী বছরের ফেডারেশনের আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী বিবেচনা ও অনুমোদন।

৪. পরবর্তী বছরের জন্য হিসাব নিরীক্ষক (অডিটর) নিয়োগ এবং সম্মানী নির্ধারণ।

৫. পরবর্তী বৎসরের বাজেট পেশ ও অনুমোদন।

৬. গঠনতন্ত্র সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদন (যদি থাকে)।

৭. সভাপতির অনুমতি গ্রহণ পূর্বক সদস্যবৃন্দের অংশ গ্রহণে সাধারণ আলোচনা।

৮. নির্বাচন অনুষ্ঠান (মেয়াদ পূর্তির সাধারণ সভায়)।

৯. বিবিধ।

ছ) *সভার কোরাম* ঃ

সাধারণ সভা/বিশেষ সাধারণ সভা/নির্বাহী কমিটি সভা/কমিটি/উপ-কমিটির সভায় মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ কোরাম হিসাবে বিবেচিত হবে। কোন কারণে কোন সভা মূলতবী হলে পরবর্তীতে ডাকা উক্ত মূলতবী সভার জন্য কোন কোরাম প্রয়োজন হবে না।

ধারা - ৮

সাধারণ পরিষদ ও কার্য নির্বাহী কমিটির মেয়াদকাল ঃ

বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ ও কার্য নির্বাহী কমিটির মেয়াদকাল হবে ০৪ (চার) বছর। সাধারণ পরিষদের সদস্য চূড়ান্ত করনের দিন হতে সাধারণ পরিষদ এবং দায়িত্ব গ্রহণের দিন হতে কার্য নির্বাহী কমিটির সময়সীমা গণনা হবে।

ধারা - ৯

কার্য নির্বাহী কমিটি ঃ

১. বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের কার্য নির্বাহী কমিটি নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হবে।

পদবী	সংখ্যা	মন্তব্য
সভাপতি	ঃ ১ জন	সরকার কর্তৃক মনোনীত
সহ-সভাপতি	ঃ ৪ জন	নির্বাচিত
সাধারণ সম্পাদক	ঃ ১ জন	নির্বাচিত
যুগ্ম-সম্পাদক	ঃ ২ জন	নির্বাচিত
কোষাধ্যক্ষ	ঃ ১ জন	নির্বাচিত
সদস্য	ঃ ১৪ জন	নির্বাচিত
সদস্য	ঃ ২ জন	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত
মোট	ঃ ২৫ জন	

২. নির্বাচনের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নব নির্বাচিত কমিটির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। অন্যথায় ১৬ (ষোল) তম দিন হতে নব নির্বাচিত কমিটি দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছে বলে ধরতে হবে।

৩. সহ-সভাপতি, যুগ্ম-সম্পাদক এবং সদস্যদের ভোট প্রাপ্তির উপর তাদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হবে।

৪। কার্য নির্বাহী কমিটির ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ

ক) নব নির্বাচিত কার্য নির্বাহী কমিটির সভায় ফেডারেশনের কর্মকান্ড সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কমিটি/ উপ-কমিটি গঠন এবং তাদের কার্য পরিধি নির্ধারণ ও বিধিমালা প্রণয়ন করবে।

খ) প্রতি ০৩ (তিন) মাসে অন্তত: ০১(এক) বার কার্য নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

গ) বার্ষিক সাধারণ সভা/বিশেষ সাধারণ সভার আয়োজন করবে।

ঘ) গঠনতন্ত্রের ধারা, উপ-ধারার ব্যাখ্যা প্রদান এবং গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত নয় এমন বিষয় সমূহের উপর সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

ঙ) ফেডারেশনের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

চ) কমিটি, উপ-কমিটি সমূহের প্রতিবেদন ও সুপারিশ বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ছ) বিভিন্ন প্রতিযোগিতার জন্য কমিটি গঠন ও বিধি, উপ-বিধি প্রণয়ন ও অনুমোদন।

জ) কার্য নির্বাহী কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ন হওয়ার পরবর্তী নির্বাচনের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঝ) কার্য নির্বাহী কমিটির উপস্থিত সদস্যদের সাধারণ সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

৪. *শাস্তি মূলক ব্যবস্থা* ঃ

ক) কার্য নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী কোন কাজ করলে অথবা **বিবিএফ** এর ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন হয় এমন কোন কাজ করলে কার্য নির্বাহী কমিটি তার বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। প্রয়োজনবোধে তার সদস্য পদ বাতিলের জন্য কার্য নির্বাহী কমিটি সাধারণ পরিষদের নিকট সুপারিশ করতে পারবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হবে।

খ) কার্য নির্বাহী কমিটি বাস্কেটবলের সাথে জড়িত সংস্থা/ সংগঠন/ কর্মকর্তা/ সংগঠক/ খেলোয়াড়/ রেফারী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে কিংবা প্রচলিত বিধি, উপ-বিধি সংরক্ষনের কারণে আর্থিক দায়-দায়িত্বসহ যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

গ) মৃত্যু, পদত্যাগ, অননুমোদিত ভাবে ছয় মাসের অধিক বিদেশে অবস্থান, একটানা ০৩(তিন) টি সভায় অনুপস্থিতি, অপ্রকৃতস্থ ঘোষণা (ডাক্তার কর্তৃক) বা আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত ঘোষিত হলে সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। ০৩ (তিন) টি সভায় অনুপস্থিতির বিষয় সাধারণ সম্পাদক নোটিশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে অবগত করবেন। নোটিশ প্রাপ্ত হওয়ার পরেও উক্ত সদস্য কোন যুক্তিযুক্ত কারণ প্রদর্শন না করলে অথবা অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ বাতিল হবে।

৫. *সভা আহবান* ঃ

সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে সাধারণভাবে ০৭ (সাত) দিনের লিখিত নোটিশে কার্য নির্বাহী কমিটির সভা আহব্বান করবেন। তবে জরুরী পরিস্থিতিতে সভাপতির নির্দেশে ২৪ ঘন্টার নোটিশে সাধারণ সম্পাদক সভা আহব্বান করতে পারবেন।

৭. *কার্য নির্বাহী কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা* ঃ

ক) *সভাপতি* ঃ

১. সাধারণ পরিষদ ও কার্য নির্বাহী কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন। কোন বিষয়ে দুইপক্ষ সমান সংখ্যক ভোট প্রদান করলে তিনি কাষ্টিং ভোট প্রদান করতে পারবেন।

২. প্রয়োজনে সাধারণ পরিষদ অথবা কার্য নির্বাহী কমিটির জরুরী সভা আহব্বান করতে পারবেন।

৩. কার্য নির্বাহী কমিটির কোন পদ শূন্য হলে নির্বাহী কমিটির সভায় আলোচনা ও সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে নির্বাহী কমিটি/ সাধারণ পরিষদের যে কোন সদস্যকে শূন্য পদে নিয়োগ দান করতে পারবেন।

৪. সাধারণ সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে চেকে স্বাক্ষর করবেন।

৫. ফেডারেশনের কার্যক্রমের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

খ) *সহ-সভাপতি* ঃ

সভাপতির অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠতার ক্রমিকানুসাবে একজন সহ-সভাপতি সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। কার্য নির্বাহী কমিটি অথবা সভাপতি কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব তাঁরা পালন করবেন।

গ) *সাধারণ সম্পাদক* ঃ

১. সকল সভার নোটিশ প্রদান এবং কার্য বিবরণী লিপিবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করবেন।

২. কার্য নির্বাহী কমিটি অথবা সাধারণ পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করবেন।

৩. ফেডারেশনের পক্ষে সকল যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

৪. ফেডারেশনের সকল দলিল, কাগজপত্র ও সম্পত্তি রক্ষা করবেন।

৫. সভাপতির অথবা কোষাধ্যক্ষের সঙ্গে যুগ্মভাবে চেক স্বাক্ষর করবেন।

৬. সাধারণ পরিষদ, কার্য নির্বাহী কমিটি অথবা সভাপতি কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করবেন।

৭. তিনি ফেডারেশনের কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রন করবেন।

৮. সকল বিষয়ে ফেডরেশনকে যথাযথ পরামর্শ দিবেন।

৯. প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন এবং অন্যান্য সকল আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় ফেডারেশনের প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে ফেডারেশন পরিচালনা করবেন।

১০. জরুরী খরচ মিটানোর জন্য তিনি কার্য নির্বাহী কমিটি নির্ধারিত টাকা ইনপ্রেষ্ট ফান্ড অর্থাৎ তাৎক্ষনিক প্রয়োজনে হাতে রাখতে পারবেন এবং খরচ শেষে সমন্বয় সাধন করবেন।
১১. বার্ষিক কার্য বিবরণী প্রস্তুত করে কার্য নির্বাহী কমিটি ও সাধারণ পরিষদে উপস্থাপন করবেন।
১২. ফেডারেশনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ঘ) *যুগ্ম-সম্পাদক* ঃ

সাধারণ সম্পাদকের সকল কাজে সহায়তা করবেন এবং সাধারণ সম্পাদক অথবা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠতার ক্রমিকানুসারে একজন যুগ্ম-সম্পাদক, সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

ঙ) *কোষাধ্যক্ষ* ঃ
১। ফেডারেশনের পক্ষে সকল অর্থ গ্রহণ করবেন এবং অবিলম্বে তা নির্ধারিত ব্যাংকে জমা করবেন।
২। গৃহীত সকল অর্থের জন্য রশিদ প্রদান করবেন এবং যথাযথ হিসাব রক্ষা করবেন।
৩। ফেডারেশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব তৈরী করে নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবেন।
৪। বিভিন্ন কমিটি, উপ-কমিটির বাজেট নিরীক্ষা করবেন এবং নির্বাহী কমিটির অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করবেন।
৫। ফেডারেশনের ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনায় যৌথ স্বাক্ষরকারীর দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা - ১০

হিসাব নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

ক) বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত অডিট ফার্ম দ্বারা ফেডারেশনের হিসাব নিরীক্ষা কার্য পরিচালিত হবে।
খ) বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের অর্থ বৎসর শেষ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ধারা - ১১

তহবিল সংগ্রহ ও পরিচালনা ঃ

ক) বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশন সরকারী অনুদান, আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুদান, চ্যারিটি ম্যাচ আয়োজন, টিকিট বিক্রয়, মিডিয়াস্বত্ব বিক্রয়, লেভী গ্রহণ, লটারী আয়োজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন অথবা অন্য যে কোন বৈধ পন্থায় তহবিল সংগ্রহ করবে।

খ) বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের সকল তহবিল সদর দপ্তরে অবস্থিত, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বানিজ্যিক ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রাখতে হবে। সভাপতি,সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের মধ্য হতে যে কোন দু'জনের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক একাউন্ট পরিচালিত হবে।

ধারা - ১২

অর্থ বছর/ কার্যকাল বছর ঃ

বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের অর্থ/ কার্যকাল বছর ১লা জুলাই হতে ৩০শে জুন সময়কে ধরা হবে।

ধারা - ১৩

নির্বাচন ঃ

১। নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষে সংশ্লিষ্ট ফেডারেশনের প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নির্বাচন কমিশন গঠন করবে।

২। বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের সকল সদস্য (কাউন্সিলর) নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

৩। নির্বাচন কমিশনের কোন কর্মকর্তা বা সদস্য এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কর্মরত কোন ব্যক্তি নির্বাচনে প্রার্থী হবার যোগ্য নহেন।

৪। সাধারণ পরিষদের সদস্যের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের কার্য নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হবে।

৫। বর্তমান কমিটির মেয়াদ উর্ত্তীন হওয়ার পূর্বে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে এবং নির্বাচনের নুন্যতম ১৫ (পনর) দিন পূর্বে নির্বাচনী "তফসীল" ঘোষিত হবে।

৬। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত তফসীল ও নীতিমালা অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালিত হবে।

৭। কোন অবস্থাতেই নির্বাচনে ডাকযোগে অথবা প্রক্সী ভোট প্রদান গ্রহণযোগ্য হবে না।

৮। বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের কার্য নির্বাহী কমিটির কোন পদ মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণ, ছয় মাসের অধিক অননুমোদিত ভাবে দেশের বাহিরে অবস্থান, একটানা তিনটি সভায় অনুপস্থিত, অপ্রকৃতস্থ ঘোষণা (ডাক্তার কর্তৃক) ও আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত হলে বা অন্য কোন কারণে দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রভৃতি কারণে শূন্য হলে নির্বাহী কমিটির সভায় আলোচনা ও সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সাধারণ পরিষদ/ নির্বাহী কমিটির সদস্যদের মধ্য হতে উক্ত পদ পূরণ করতে পারবে।

৯। এই গঠনতন্ত্রের অন্যান্য অনুচ্ছেদে যাই বর্ণনা করা থাকুক, কোন কারণে নির্বাচনের সময় বার্ষিক সাধারণ সভার সময় না হলে কিংবা বার্ষিক সাধারণ সভার পর্যাপ্ত কারণ না থাকলে সেই ক্ষেত্রে কাউন্সিলর/ ভোটারদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় অথবা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক উল্লেখিত স্থানে আহব্বান করে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা যাবে।

ধারা - ১৪

কল্যাণ তহবিল ঃ

বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশন টুর্নামেন্ট/ প্রদর্শনী খেলা/ লটারী আয়োজন বা অন্য কোন আইনসিদ্ধ পন্থায় কল্যাণ তহবিলের অর্থ সংগ্রহ ও পরিচালনা করতে পারবেন।

ধারা - ১৫

খেলোয়াড় নিবন্ধীকরণ ঃ

ক) দেশের সকল বাস্কেটবল খেলোয়াড়কে বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশন কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন একটি সংস্থায় নিবন্ধীকৃত হতে হবে। কোন খেলোয়াড় একটির বেশী সংস্থায় নিবন্ধীকৃত হতে পারবে না।

খ) প্রতি মৌসুম শেষে একজন খেলোয়াড় নীতিমালা অনুযায়ী দল/ সংস্থা বদল করতে পারবেন। বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশন এ জন্য নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করতে পারবে।

ধারা - ১৬

বিধি ও উপ-বিধি ঃ

ক) বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের সাথে এ্যাফিলিয়েটেড সংস্থা/ সংগঠন বাস্কেটবল খেলা পরিচালনায় যথাযথ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহনের প্রয়োজনে নিজ নিজ বিধি/ উপ-বিধি প্রণয়ন করতে পারবেন যা **বিবিএফ** এর অনুসৃত নীতিমালা অনুযায়ী এবং **বিবিএফ** কর্তৃক পূর্ব অনুমোদিত হতে হবে।

খ) **বিবিএফ** এর সহিত নিবন্ধীকৃত যে কোন সংস্থা/ সংগঠন কোন আন্তর্জাতিক বা আমন্ত্রণমূলক বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণে অথবা কোন প্রতিযোগিতা আয়োজনে আগ্রহী হলে **বিবিএফ** এর পূর্ব অনুমতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক।

গ) **বিবিএফ** এর এ্যাফিলিয়েটেড সংস্থা/ ক্লাব/সংগঠন কোন বিদেশী দলকে আমন্ত্রণ জানাতে আগ্রহী হলে **বিবিএফ** এর পূর্ব অনুমতি গ্রহন বাধ্যতামূলক।

ধারা - ১৭

গঠনতন্ত্র সংশোধন ঃ

ক) গঠনতন্ত্রের কোন ধারা সংশোধনে আগ্রহী সদস্যদেরকে সংশোধনী প্রস্তাব কার্য নির্বাহী কমিটিতে প্রেরণ করতে হবে। কার্য নির্বাহী কমিটিতে তা অনুমোদনের পর সাধারণ সভায় ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে এই মর্মে নোটিশ প্রদান করতে হবে।

খ) প্রস্তাবিত সংশোধনী ও কার্য নির্বাহী কমিটির এতদ্‌সংক্রান্ত সুপারিশ সকল সদস্যদের মধ্যে লিখিতভাবে বিতরণ করতে হবে। সাধারণ সভার আলোচ্য সূচীতে এ সংশোধনী বিবেচনা অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে। সাধারণ সম্পাদক বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

গ) সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য সম্মতি প্রদান করলে গঠনতন্ত্রের সংশোধনী গৃহীত হবে।

ঘ) গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী কোন বিধি, উপ-বিধি তৈরী করা যাবে না।

ধারা - ১৮

আরবিট্রেশন ঃ

ক) **বিবিএফ** কিংবা সংশ্লিষ্ট কোন কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলে তা "ফিবা" গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কোন এ্যাফিলিয়েটেড সংস্থা/ ক্লাব/ সংগঠন/ খেলোয়াড়/ কর্মকর্তা/ প্রশিক্ষক/ রেফারী/ সমর্থক এর কোন বিরোধ মিমাংসার জন্য কিংবা সিদ্ধান্তের জন্য আদালতের আশ্রয় নিতে পারবেন না। তবে খেলা সম্পর্কিত কোন বিরোধ মিমাংসার জন্য উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে পারবে। এই মধ্যস্থতাকারীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। দেশে প্রচলিত আইনের আওতায় এ ধরনের অধিকার থাকলেও উক্ত ব্যক্তি/ সংগঠন সে অধিকার স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেছে বলে ধরে নেয়া হবে।

খ) বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের সকল নিবন্ধীকৃত খেলোয়াড়/ সংস্থা/কর্মকর্তা কোন বিষয়ে বিধি, উপ-বিধির সকল প্রক্রিয়া সমাপনান্তে উভয় পক্ষের সম্মতিতে সমাধানের ভিত্তিতে সমঝোতা বা মিমাংসা গ্রহনযোগ্য কোন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে করতে পারবে।

ধারা - ১৯

গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা ঃ

এই গঠনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়নি অথবা এ গঠনতন্ত্রের ধারা/ উপ-ধারা সম্পর্কে ফেডারেশনের কার্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য তা গ্রহনযোগ্য হবে।

ধারা - ২০

ক) এই গঠনতন্ত্র কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে পূর্বের গঠনতন্ত্র অকার্যকর ও বাতিল বলে গণ্য হবে।

খ) অকার্যকর ও বাতিল গঠনতন্ত্র দ্বারা ইতিপূর্বে গৃহীত আইনানুগ সকল কার্যাদি, ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র এই গঠনতন্ত্র বলবৎ হওয়ার কারণে অবৈধ বলে গণ্য হবে না ।

সমাপ্ত

বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশন

গঠনতন্ত্র